মৃত্যুঞ্জয় বলে 'প্রভু আর নাহি চাই।
অহৈতুকি ভক্তি যেন জন্মে জন্মে পাই।।
জানকী-আরোপ মনোরমা ফুলসাজ।
কহিছে তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

মৃত্যুঞ্জয়ের কালীনগরে বসতি

মল্লকান্দী গ্রাম্য জমি হ'য়ে গেল জলা।
উর্ব্বরা যতেক জমি হইল অফলা।।
গ্রাম মাঝে কৃষিকার্য্য করিত যাহারা।
নানারূপ বাণিজ্যাদি করিল তাহারা।।
হরিচাঁদ বলে 'শুন ওরে মৃত্যুঞ্জয়।
এ দেশে অজন্মা হ'ল কি হবে উপায়।।
সকলে বাণিজ্য করি হইল বেপারী।
তুমি তো বেড়াও শুধু বলে হরি হরি।।
জননী তোমার হয় পরমা বৈষ্ণবী।
কিসে হবে মাতৃসেবা মনে মনে ভাবি।।
গৃহস্থের গৃহধর্ম্ম রক্ষা সুবিহিত।
ধর্ম্মক্ষেত্র গৃহকার্য্য করাই উচিত।।
ভার্য্যা তব সাধ্বী-সতী অতি পতিব্রতা।
কার্য্য কিছু না করিলে খেতে পাবে কোথা।।
তুমি যাও মধুমতী নদীর ওপার।
কিছুদিন থাক গিয়া বাছা রে আমার।।
থাকগে চণ্ডীচরণ মল্লিকের বাড়ী।
জমি রাখ ধান্য পাবে কৃষিকার্য্য করি।।
মম অন্তরঙ্গ ভক্ত হবে সে দেশেতে।
তোমারে করিবে ভক্তি একাগ্র মনেতে।।
হরিনাম সংকীর্ত্তন কর দিবারাত্রি।
তাহা হ'লে সবে তোমা করিবেক ভক্তি।।
কোকিলা নামিনী রামসুন্দরের কন্যা।
পদুমা নিবাসী দেবী নারীকুলধন্যা।।
রামসুন্দরের ভার্য্যা তিনকড়ি মাতা।
সে বৃদ্ধা পরমা ধন্যা সতী পতিব্রতা।।
গিয়াছিল ক্ষেত্রে জগন্নাথ দরশনে।
জগন্নাথরূপ তার লাগিল নয়নে।।
দেশে এল জগবন্ধু করি দরশন।
জগবন্ধু বলি সদা করিত রোদন।।
ভোর রাত্রি শুকতারা করি দরশন।
তখন হইত প্রেমভাব উদ্দীপন।।
সূর্য্যোদয়ে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয়।
স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প রৌদ্র বীর ভয়।।
কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধা হয়েন উন্মত্তা।
উত্তারনয়ন হন ধরাতে লুণ্ঠিতা।।
প্রভাতে উদিত হ'লে তরুণ তপন।
দেখেন জগবন্ধুর শ্রীচন্দ্রবদন।।
সেই রত্নাগর্ভজাত শ্রীকোকিলা দেবী।
সতী অংশে জন্ম সেই পরমা বৈষ্ণবী।।
মায়ে ঝিয়ে তাহারা তোমার ভক্ত হবে।
আত্মস্বার্থ ত্যজি তোমা ভকতি করিবে।।"
তাহা শুনি হৃষ্ট চিত্তে কহে মৃত্যুঞ্জয়।
"যে আজ্ঞা তোমার প্রভু যাইব তথায়।।"
একামাত্র গেল পদুমায় মৃত্যুঞ্জয়।
চণ্ডীচরণের বাটী হইল উদয়।।
বৎসরেক পদুমায় থাকিলে গিয়া।
নিরবধি হরিগুণ বেড়ান গাহিয়া।।
দিবা মধ্যে প্রহরেক গৃহকার্য্য করে।
হরি কথা কৃষ্ণ কথা গোষ্ঠে কাল হরে।।
ঠাকুরের যুগধর্ম্ম করিল প্রচার।
ক্রমে সব লোকে ভক্ত হইল তাঁহার।।
সবে বলে 'আপনাকে যেতে নাহি দিব।
আমরা সেবক হ'য়ে এ দেশে রাখিব।।'
পূর্ব্বে প্রভু শ্রীমুখে করিয়াছিল ব্যক্ত।
সমাতৃক কোকিলা হইল তার ভক্ত।।